সাধারণ প্রতিমা : অসাধারণ গান

সঙ্কলক: শৌনক গুপ্ত। সম্পাদনা : সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

মাটির মানুষ প্রতিমার গান প্রতিমার মতই নিখুঁত। সামান্য উপকরণে নির্মিত ভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ।

“হারিয়ে গিয়েছে কাজলা দিদি”। বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠুক আর না-ই উঠুক, তাঁর শোলোকের সুর তবু আমাদের প্রাণের জ্যোৎস্না। আনন্দবাজারে লেখক স্বপন সোমের এই মন্তব্য একেবারে যথাযথ। প্রতিমা সোচ্চার, নয় জ্যোৎস্নার মতই মায়াময় মৃদু আলোক। মাটির মানুষ প্রতিমা সরলতায় অতুলনীয়া, স্বভাবে

অননুকরণীয়া, সকলের ইচ্ছাপূরণে সদা ব্যগ্র। বর্তমান লেখাটি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীর গৌরবের যোগ্য নয়। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের প্রায় নির্বাক মানুষটির জীবনী চেষ্টা করলে তিনিই লিখতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। তাঁর সন্তানেরাও অস্তাচলে। পরিচিত মানুষের সংখ্যা কমতে কমতে কয়েক ডজন অথর্ব মানুষে সীমাবদ্ধ। তাই যা পাওয়া গেছে, অর্থাৎ কন্যা রাইকিশোরীর দু একটি লেখা, তাঁর দেওয়া কিছু তথ্য আর আনন্দবাজারের উপরোক্ত প্রবন্ধ এবং লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আর কয়েকটি লেখার উপর ভিত্তি করে মাটির মানুষ প্রতিমার জীবনীটি রচিত হল। ভাল রকমের অসম্পূর্ণ এই রচনাটি ছাপা বই নয়। ইন্টারনেট পেজ মাত্র। বার বার সংশোধন করে এটিকে একটা জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত আমাদের সকলের। তথ্য পেলেই বঙ্গদর্শনে জানান madhur_sangeet@bangodarshan.com ঠিকানায়। ভুল ধরে দিতে পারলে সকলে উপকৃত হবেন।

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রসদনে ‘অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল পারফর্মিং সিঙ্গার্স’ বা অ্যাপস আয়োজিত সাত দিন ব্যাপী সঙ্গীত উৎসবের এক সন্ধ্যায় এক শিল্পীর নাম ঘোষণায় শ্রোতাগণ চমকে উঠলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে মধুকণ্ঠী প্রবীণা ওই শিল্পীকে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। নির্মলা মিশ্রের হাত ধরে শিল্পী ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করতেই শ্রোতাদের করতালিতে মুখর হল রবীন্দ্র সদন। আটপৌড়ে চেহারার শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই রকম সাদামাটা শাড়ি পড়ে কপালে সেই চিরপরিচিত টিপটি লাগিয়ে মঞ্চে গাইতে বসলেন। তাঁর মুখ প্রায় এক্সপ্রেশনলেস, শরীরের মুভমেন্টও না থাকার মত। হারমোনিয়ামটি আয়ত্বে এনে দু এক বার গলা ভেঁজে শিল্পী তাঁর সেই বিখ্যাত গান ‘বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই’ আরম্ভ করলেন অতি মৃদু পরিবেশনার ঢঙে। কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না, কারণ হলের সম্পূর্ণ নীরবতা গানটিকে আরও ভাল করে হাইলাইট করছিল। প্রথম গানেই বোঝা গেল সুরের কোন অংশই হারিয়ে যায়নি। সবই সাবলীল ভাবে ডেলিভারী করলেন তিনি। এবং একেবারে অনায়াসে, ভাবলেশহীন অবয়বে একটিও রেখাপতনের সুযোগ না দিয়ে। পর পর আরও দুটি গান করলেন, “সাতরঙা এক পাখী” এবং “বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি”। শ্রোতাদের অনুরোধে “আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা” গাইতে হল। সকলেরই চোখ অশ্রুসজল, আবেগে রবীন্দ্র সদন ভেসে গেল। বেশ কয়েক বছর পরে আনন্দবাজারের রিপোর্টারকে এই অনুষ্ঠানের বিবরণ শোনান অ্যাপস বা ‘অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল পারফর্মিং সিঙ্গার্স’ এর পক্ষে শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবতঃ অসুস্থ প্রতিমার এইটি সর্বশেষ পাবলিক পারফর্ম্যান্স। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভাগ্যবান, যাঁরা দেখার সঙ্গে মন দিয়ে শুনেছেন, তাঁদের অনুভূতি তাঁদেরই থাক। বাইরের লোকে বুঝতে পারবে না। আজো হয়ত বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে, পুকুরপাড়ে নেবুর তলে কোথাও বা থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে, তখন বেদনা মাখানো মিষ্টি সুরে কে যেন মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই বলে হয়ত প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজে বেড়ায়।

বিক্রমপুরের বাহেরক গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবার দেশ ভাগের অনেক আগেই টালিগঞ্জে উঠে এসেছিলেন। প্রতিমার বাবা মণিভূষণের পরিবার, কমলাদেবীর বাবার যৌথ পরিবারের বাড়ীতে কমলাদেবীদের অংশে থাকতেন। প্রতিমার বাবা মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল গাইয়ে হিসেবে। তিনি অল্প বয়সেই ‘কক্স অ্যাণ্ড কিংস’ নামের প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী পেয়েছিলেন। মণিভূষণ চমৎকার ঠুংরি, দাদরা গাইতেন। ওস্তাদ বদল খানের শিষ্য ছিলেন তিনি। বেশ কিছু গানের রেকর্ডও বেরিয়েছিল তার। হিন্দুস্থান কোম্পানি থেকে তার গাওয়া বাংলা কাব্যগীতি বের হয় ১৯৩৪ সালে। অজয় ভট্টচার্যের কথায় ও শচীন দেব বর্মণের সুরে এর একখানি গান ছিল 'যৌবনে হায় ফুল দলে পায়' অন্য গানখানি ছিল হিমাংশু দত্তের সুরে 'স্বপনে কোন মায়াবী'। আবার ভাল ফুটবলও খেলতেন মণিভূষণ। প্রতিমার কন্যা রাইকিশোরী জানিয়েছেন যে তাঁর মায়ের পৈত্রিক বাড়ী ছিল ভবানীপুরে, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। কমলা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরে মণিভূষণ ও তাঁর ভাই ভবানীপুরে ভাড়া বাড়ীতে উঠে

আসেন। মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত কমলা দেবী এই বাড়ীতেই থাকতেন। মেয়ের বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে তিনি জামাইএর অনুরোধে এবং মেয়েকে সাহায্য করার উদ্দশ্যে জামাইএর বাড়ীতে চলে আসেন। আমৃত্যু কমলা দেবী মেয়ে জামাইএর কাছেই ছিলেন।

মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী কমলা দেবীর একমাত্র সন্তান প্রতিমা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর। মাত্র ২৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর পিতা মণিভূষণের। তখন প্রতিমার বয়স বছর খানেক। আর যিনি প্রতিমার গর্ভধারিণী, সেই কমলা দেবীরই বয়স ছিল মাত্র ১৮। স্বামীর মৃত্যুতে কন্যাকে কোলে নিয়ে অকূল সাগরে ডিঙা ভাসালেন মা কমলা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছোট্ট রুনিকে (প্রতিমার ডাক নাম) মানুষ করা। সেই বয়সে মেয়েকে সংসার সামলানোর মতো দুই কঠিন দায়িত্ব এসে চাপে তার কাঁধে। তিনি চেয়েছিলেন, মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাও যেন তার বাবার মতো গান গাইতে শেখে। কমলাদেবী নিজেও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন তিনি। সুরের প্রাথমিক ধারণা তাঁর যথেষ্ট ছিল। সংসারে নিত্যদিনের অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি একটু একটু করে টাকা জমিয়ে মেয়েকে একটা হারমোনিয়ম কিনে দিয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। প্রতিমার বয়স পাঁচ বছর হলে তার গান শেখানোর ভার তুলে দেন পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য প্রকাশকালী ঘোষালের হাতে। এই প্রকাশকালী নিজের জন্যও যা করেন নি তা করেছিলেন ছোট্ট পুতুল পুতুল মেয়েটির জন্য। গান ছিল প্রতিমার রক্তে। আর ছিল মায়াবী কণ্ঠ। প্রকাশকালী সবটুকু উজাড় করে দিয়ে গান শিখিয়েছিলেন প্রতিমাকে। প্রতিমাও গুরুর কথা আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। বলতেন, গুরু তাঁকে ষোল মাত্রার মোট ছাব্বিশটি তান শিখিয়েছিলেন। আর শিখিয়েছিলেন অনেকগুলি ভজন আর রাগাশ্রয়ী গান। কঠোর অনুশীলন করিয়ে প্রতিমাকে তৈরী করেছিলেন প্রকাশকালী। প্রতিমার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কথা: "একজনই কণ্ঠ বিকৃত না করে সা থেকে সা পর্যন্ত সঠিক বলতে পারে"। এই প্রশংসা পাওয়ার জন্য প্রতিমার সহজাত কণ্ঠমাধুর্যের যতটা গুরুত্ব, প্রকাশকালীর নিষ্ঠারও ততটাই গুরুত্ব। গুরু ভীষ্মদেবের কাছে নিয়েও তিনি পরিচয় করিয়ে দেন প্রতিমাকে। ভীষ্মদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রতিমার গান শুনে। বিয়ের পর প্রতিমার সাহানগর রোডের শ্বশুর বাড়ীতে একবার এসেছিলেন ভীষ্মদেব। একথা জানা গেল প্রতিমার ঘনিষ্ট শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্যের কাছে।

প্রতিমার বয়স তখন সাত কি আট। বিক্রমপুরে মায়ের সঙ্গে দেশের বাড়ী গিয়ে সেখান থেকে ঢাকা শহরে এসেছেন আত্মীয়বাড়ী বেড়াতে। আত্মীয়রা তো বটেই সে বাড়ীর আশপাশের লোকজনও প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ। তাঁদেরই একজন পরিচয় করিয়ে দেন সুধীরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুধীরলালের উদ্যোগেই ঢাকা রেডিও কর্তৃপক্ষ শিশু বিভাগে গান গাইবার ব্যবস্থা করে দেন প্রতিমাকে। কলকাতায় ফিরে মায়ের চেষ্টায় যোগাযোগ হল প্রখ্যাত শিল্পী গিরীন চক্রবর্তীর সঙ্গে। গিরীন বাবুর সহয়তায় কলকাতা বেতারেও গান গাওয়ার সুযোগ এসে যায় সেই কিশোরী বয়সেই। খুব তাড়াতাড়ি চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, গানের জলসা মানেই প্রতিমা।

তখন বয়স তাঁর তের কি চোদ্দ। স্কুলের গণ্ডী তখনও পেরোননি। গানের সূত্রেই প্রতিমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন সঙ্গীতপ্রেমিক সুদর্শন যুবক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যুগে বিলাতী কোম্পানী কক্স অ্যাণ্ড কিংসের কর্মচারী সুদর্শন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সুপাত্র ছিলেন সেটা বলাই বাহুল্য। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমূল্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা যশোর জেলা থেকে কলকাতায় আসেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। দুই পক্ষের মতামত বিনিময়ের পর বিবাহ স্থির হয়ে গেল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে কিশোরী প্রতিমা সেই বয়সেই প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় থেকে হয়ে গেলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলে এলেন শ্বশুর

বাড়ীতে। সাহানগর রোডে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বাড়ীতেই প্রতিমার জীবন কেটেছে। তাঁর কন্যা রাইকিশোরী ও জামাতা নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসারজীবন এখানেই অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের পুত্র ও প্রতিমার নাতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। অরিজিতের এক পুত্র অঋণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোকের বয়স পাঁচ। প্রতিমার লেগেসি বহন করছেন তাঁর পুত্র অশোক, যিনি এক জন সঙ্গীত পরিচালক। অশোকের এক মেয়ে, নাম ঐন্দ্রিলা, বিয়ে হয়েছে কালীঘাটে। অশোক নিজে কসবা বোসপুকুরে ফ্ল্যাট কিনে সেখানে থাকেন। বিয়ের আগেই অবশ্য, ১৯৪৫ সাল নাগাদ 'কুমারী প্রতিমা চ্যাটার্জি'র গাওয়া গানের প্রথম রেকর্ড বের হয় সেনোলা কোম্পানি থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ডের দুই পিঠে সে গান দুখানি ছিল সুকৃতি সেনের কথায় ও সুরে 'প্রিয় খুলে রেখো বাতায়ন' ও 'প্রিয় মালাখানি দিয়ে' রেকর্ড নং "কিউ এস ৬৮৫"। ব্যক্তি প্রতিমার কথা বেশী বলা হল না, না জানাই প্রধান কারণ। চলে আসি শিল্পী প্রতিমার কথায়।

বিয়ের পর দক্ষিণ কলকাতায় মিলনচক্র ক্লাবের এক ঘরোয়া আসরে প্রতিমার গান শুনে মুগ্ধ হন সে সময়ের নামকরা সুরস্রষ্টা সুধীর লাল চক্রবর্তী। এর আগে তিনি যে শিশুশিল্পীকে ঢাকায় দেখেছিলেন, সে যে এতটা পরিণত হয়ে উঠেছে তা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। তিনিই তাকে দিয়ে ১৯৫১ সালে 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে গাওয়ালেন 'উছল তটিনী আমি সুদূরের চাঁদ'। সুধীর লাল পাকা জহুরি। রত্ন চিনতে তার ভুল হয়নি। প্রতিমার সে গান বাজি মাত করল সহজেই। সে আমলে লোকের মুখে মুখে ফিরত সে গান। এরপর ১৯৫৪ সালে সঙ্গীত বহুল ছবি 'ঢুলি'তে রাজেন সরকারের সুরে প্রতিমার সব গানই হিট। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'জীবন যে রে', যুথিকা রায়ের 'এই যমুনারি তীরে', ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে' মত গানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিথযশা এইসব শিল্পীর পাশে সসম্মানে জায়গা করে নিলেন নবীনা প্রতিমা। এই ছবিতেই প্রতিমার গাওয়া রাগাশ্রিত 'নিঙাড়িয়া নীল শাড়ি শ্রীমতী চলে' তো রীতিমতো ইতিহাস সৃষ্টি করল। রাগাশ্রিত গান কিন্তু কালোয়াতির চেষ্টা নেই। সহজ সাবলীল এই গায়কী বিপুল প্রশংসা কুড়ায় সে সময়। ১৯৫৫ সালে সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত বিখ্যাত ছবি 'শাপমোচনে' চিন্ময় লাহিড়ীর সঙ্গে গাওয়া 'ত্রিবেণী তীর্থ পথে কে গাহিল গান' সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। রাগাশ্রিত কিন্তু কালোয়াতি আড়ম্বর নেই। অনেকে ভাবেন কালোয়াতি করতে পারতেন না। আর অনেকে ভুলে যান যে চরিত্র গানটি গাইছে তার ও পারিপার্শিকের কথা। তাঁকে যা ডেলিভারী করতে বলা হয়েছিল তা তিনি ডেলিভারী করেছেন। লয় তাল ইত্যাদিতে প্রচুর উন্নতির স্কোপ ছিল। সুরকারেরা সেদিকে মন দিতে পারেননি। প্রতিমার সেটা কাজ নয়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যুগপুরুষ ওস্তাদ আমীর খানের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গান গাওয়ার দুর্লভ সুযোগ এল 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক তপন সিংহ সঙ্গীত পরিচালক প্রবাদপ্রতিম সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খানকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙল ঝড়ে' এই গানের সুর নিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা! আলি আকবর তখনই তৈরী করলেন 'ক্যায়সে কাটে রজনী ইয়ে সজনী'। এই গানেই ওস্তাদ আমীর খানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। অত বড় ওস্তাদের সঙ্গে গলা মেলানো চাট্টিখানি কথা নয়। দুরুদুরু বুকে আমীর খানের পাশে মাইক্রোফোনের সামনে বসলেন প্রতিমা। তবে তার সহজ সাবলীল কণ্ঠ উৎরে গেল ভালভাবেই। এরপর ১৯৫৪ সালে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় 'যদু ভট্ট' ছবিতে গাইলেন ওয়াজিদ আলি শা'র সুর দেয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই গান 'বাবুল মোরা'। এই গানই প্রথম বি এফ জে এ পুরস্কার এনে দেয় তাঁকে।

শুধু রাগাশ্রয়ী গানে নয় অন্যান্য ধরনের গানেও প্রতিমা সমান সফল। ১৯৬০ সালে প্রকাশ পাওয়া 'নতুন ফসল' ছবিতে পণ্ডিত রাইচাঁদ বড়াল ও ওস্তাদ বিলায়েত খানের সঙ্গীত পরিচালনায় প্রতিমার গাওয়া সেই লোকায়ত গান 'যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো না' তো আজও সমান জনপ্রিয়। এর সঙ্গে মনে পড়ে নির্মলেন্দু চৌধুরীর

সঙ্গে গাওয়া 'সাধ করে পুষিলাম ময়না'। দাদাঠাকুর ছবির "কণ্ঠে আমার কাঁটার মালা ফুলের মালা নয়" ব্যকগ্রাউণ্ডে মিশে একাকার হয়ে গেছে। পরিণীতা ছবিতে (১৯৬৯) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া তার 'কুসুম দোলায় দোলে শ্যাম রায়', রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' (১৯৫৭) ছবিতে 'মাধব বহুত মিনতি' বা 'কী রূপ দেখিনু'র মতো কীর্তনাঙ্গের গানও অপরূপ সুষমা পেয়েছে তার কণ্ঠে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'মায়ার সংসার' ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায় এর সুরে 'আমার প্রভাত মধুর হল' প্রতিমার কণ্ঠে পূজার নৈবেদ্য হয়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত হল। অনেক আগে আঙুরবালার কণ্ঠে গাওয়া ('আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা' কথা ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, সুর ভূতনাথ দাস) এবং ('আমার জীবন নদীর ওপারে' , কথা বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তম সুর ভূতনাথ দাস) ছুটি ছবিতে ১৯৬৭ সালে নতুন করে গেয়ে সাড়া ফেলে দিলেন প্রতিমা। অরুন্ধতী দেবী সিচুয়েশন, গায়কী ও গায়িকার ভাবানুষঙ্গের যে একীকরণ করে ফেললেন তা সম্ভবতঃ ঘটনাচক্রে ঘটে থাকবে। পুরাতনী ঢঙের ভল্যুম নির্ভর রেকর্ডিং এর চাপটা বেরিয়ে যেতেই এক্সপ্রেশনের অভাব একই রকম রেখে গান দুটি বেরিয়ে এল সাদা খোলের এক রঙা কস্তা পার শাড়ীর সরলতায়। মনে রাখতে হবে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবির রোগা ক্লিষ্ট নায়িকার মুখ। মনে রাখতে হবে, তখনকার নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর মানসিকতা।

১৯৬৮ সালে চৌরঙ্গী ছবিতে 'এই কথাটি মনে রেখ' রবীন্দ্রসঙ্গীতটিও সুন্দরভাবে প্রতিমার ভার্সনটিকে ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে দিল। এই গানটির সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি গান 'তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে' শ্রোতা সমাজে আদৃত হয়েছিল। প্রতিমা অবশ্য প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করেন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ছবিতে। গানটি হল 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। যাই হোক ১৯৬৭ সালে ছুটি, ১৯৬৮ সালে চৌরঙ্গী আর ১৯৬৯ সালে পরিণীতা ছবির জন্য পরপর তিনবার বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিণীতা ছবিতে 'কুসুম দোলায়' গানটি ছাড়াও তাঁর গাওয়া অতুলপ্রসাদের 'সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া' গানটি প্রতিমার মরমী পরিবেশনে নূতন ভাবে শ্রোতাদের কানে পৌঁছল। ছায়াছবিতে প্রতিমার সাফল্যের কথা অনেকেই জানেন। এর গোড়ার কথা হল প্রতিমার ফাংশনে গান গাওয়ার আতিশয্য। প্রতিমার মায়ের ও শিক্ষকদের আগ্রহে কিশোরী প্রতিমা বহু ছোটখাট অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতেন। বলা বাহুল্য আর্থিক কারণও ছিল। এর ফলে প্রতিমাকে গানের জগতে প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে দেখেছেন। আর যত রকম গান ছিল, যত রকম সুর ছিল সব গাইতেন প্রতিমা। তার ফলে সহনায়িকা বা নায়কের বোন, বা যে কোন নারীচরিত্রের কণ্ঠে প্রতিমার গান দেওয়াটা স্বাভাবিক মনে করতেন সে সময়ের সঙ্গীত পরিচালকেরা। এটা রেডী অপশন এবং লো-কষ্ট অপশন দুটোই ছিল। যে কথা সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল তা হচ্ছে হেমন্তের প্রতিমা প্রীতি। হেমন্তকে প্রায় বাবার মত ভক্তি করতেন প্রতিমা। আবার যা কাউকে বলতে পারত না লাজুক মেয়েটি, তা অক্লেশে বলে ফেলত দীর্ঘদেহী গম্ভীর প্রকৃতির অভিভাবকটিকে। হেমন্ত প্রতিমাকে দেখার পর থেকে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মানুষটিকে বুঝতে। খুব একটা সফল না হওয়াতে বুঝেছিলেন, তিনি হেমন্ত হলেও 'অনন্ত' নন। অতএব ঠুনকো জিনিসটিকে রক্ষা করার কাজেই বাকী জীবন তিনি সচেষ্ট ছিলেন। হেমন্ত বাবুর গোটা পরিবারের সঙ্গেই প্রতিমার পরিবারের বরাবরের সখ্য। হেমন্তবাবুর শ্যালিকারা ছিলেন প্রতিমার বিশিষ্ট বন্ধু। হেমন্তবাবু তাঁদের বলতেন – "এই বাংলায় সা থেকে সা বাঁশীর মত সুরে বলতে পারে একমাত্র প্রতিমাই।" তবে প্রতিমা হেমন্ত বাবুর সুরে যে ক'টি গান রেকর্ড করেছেন তার সংখ্যা বেশী নয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই একবার প্রতিমা বোম্বাই গিয়েছিলেন গান রেকর্ড করতে। প্রায় মাস খানেক ছিলেন হেমন্ত'র বাড়ীতে। "তেরি ইয়াদ কে সাহারে কাটতে হ্যায় দিন" গানটি (ছবিতে মীনাকুমারীর লিপে) হেমন্ত'র সঙ্গীত পরিচালনায় "সাহারা" ছবির জন্য তিনি গেয়েছিলেন। তবে ছোট ছোট ছেলে পুলে ফেলে বোম্বাইতে থাকার ব্যাপারটা প্রতিমা করতে চান নি। ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলে, হেমন্ত তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক সমালোচক বলেন, প্রতিমার কণ্ঠে আবেগ কম। এমনও শোনা যায় যে, পঞ্চাশের দশকে একটা ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময় প্রতিমার একটা গান কিছুতেই মনমতো হচ্ছিল না পরিচালক দেবকী কুমার বসুর। তখন তিনি সজোরে একটা চড় মারেন প্রতিমার গালে। এরপর প্রতিমা কাঁদতে কাঁদতেই গেয়েছিলেন সেই গান। দেবকী কুমার এবার খুশি হন গান শুনে। প্রতিমার কণ্ঠে না থাক আবেগ, 'বনের চামেলী ফিরে আয়', 'জীবন নদীর ওপারে', 'আমি গানের মাঝে বেঁচে থাকব', 'প্রদীপ কহিল দখিণা সমীরে', 'আমি প্রিয়া হব ছিল সাধ', 'এল ঘনিয়ে বরষা', 'তোমারে চেয়েছি বলে', 'তোমার দীপের আলো দিয়ে নয়', 'বড় সাধ জাগে', 'এ শুধু ভুলের বোঝা', 'একটা গান লিখ আমার জন্য', 'ক্লান্ত শেফালীরা ঘুমিয়ে পড়েছে' সর্বোপরি 'মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি'র মতো কালজয়ী গান যার কণ্ঠে সহজে খেলে যায়, তার কণ্ঠে আর বাড়তি আবেগের দরকার কি? প্রতিমার বহু গান ইদানীং বহু শিল্পী রিমেক করেছে। তাঁর গায়কীর ধারে কাছেও কেউ যেতে পারেন নি। এটা অবশ্য অন্যান্য শিল্পীদের রিমেকের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ নিষ্ঠার অভাব।

গানের সুরও রচনা করেছেন প্রতিমা। প্রিয় 'হেমন্ত দা'র কণ্ঠে তার সুর করা গান 'শেষের কবিতা মোর' এবং 'তন্দ্রাহারা রাত জেগে রয়' আজও শ্রোতাদের মন উদাস করে দেয়। ভারি মধুর সম্পর্ক ছিল এই দুই সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে। হেমন্ত প্রতিমাকে অনেক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। এমনিই তাঁর ডিম্যাণ্ড ছিল। তবে দূরে যেতে খুব একটা ভালবাসতেন না। আর উড়োজাহাজে চড়তে হবে বলে বিদেশে প্রোগ্রাম করার বহু অফার প্রতিমা ফিরিয়ে দিয়েছেন। মানুষটিকে জানতে এই মানসিকতার কথাও জানা প্রয়োজন। প্রতিমা চুপচাপ স্বভাবের হলেও, মোটেই ক্লোজড পারসন ছিলেন না। তিনি গান নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করতেন, মতামত দিতেন। ঘনিষ্টদের সঙ্গে গল্প করতেও ভালবাসতেন। খেতে খাওয়াতে ভালবাসতেন। তাঁর স্বভাবের কিছু পরিচয় হেমন্তবাবুর নেওয়া টি ভি ইণ্টারভিউটিতে পাওয়া যায়। ইউ টিউবে এই ভিডিওটি এখন দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা দেখেন নি দেখলে আনন্দ পাবেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, প্রায় সব মহিলা শিল্পীর সঙ্গে প্রতিমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। এদের মধ্যে উৎপলা সেন, গায়ত্রী বসু, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বাণী ঘোষাল ও মাধুরী চট্টোপাধ্যায়র নাম উল্লেখ যোগ্য।

প্রতিমার বেসিক গানের রেকর্ডের সংখ্যা রেকর্ড ভাঙার মত নয়। বরং তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের মাপকাঠিতে বেসিক রেকর্ড কমই হয়েছে বললে ঠিক হবে। আগেই আমরা কিশোরী প্রতিমার সেনোলা কোম্পানী থেকে প্রকাশিত প্রথম রেকর্ডের কথা বলেছি। এর মধ্যে প্রতিমা সংসারী হয়েছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কন্যা রাইকিশোরীর জন্ম হয়। দশ বছর পরে জন্ম হয় পুত্র অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯৫২ সালে প্রতিমার একটি গান বেরোল এইচ এম ভি থেকে। দুপিঠ মিলিয়ে একটি গান নাম "বাস্তবগীতি"। সুরকার নিতাই ঘটক, গীতিকার মোহিনী চৌধুরী। গানের বক্তব্য "হায়, আমার যে ঘর ছিল, ঘরে ভাত কাপড় ছিল; হায়রে কে তা কেড়ে নিল ---- "। উদ্বাস্তু স্রোতে নিমজ্জিত বাঙালীর ক্ষীণ প্রতিবাদের গান। তাও আবার ভিলেন কে তা জানা নেই। এই দিশাহীন সমাজবোধ নিয়ে বাঙালী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। একটি প্রতিমা নয়, কোটি কোটি ক্ষয়িষ্ণু অপুষ্ট ভীরু কম্পমান মেষশাবকের দল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ তে "আমার সোনা চাঁদের কণা" গান বার হল। প্রণব রায়ের কথাকে ছেলে ভোলানো গানের সুরে রূপান্তরিত করলেন নিতাই ঘটক। আর প্রতিমা জাষ্ট গেয়ে দিলেন। আজও সবাই শোনে। কিন্তু কত নিশ্চেষ্ট ভাবে শিল্পী এ কাজ করেছিলেন তা অনেকেই কল্পনা করতে পারেন না। ১৯৫৫ সালে সলিল চৌধুরীর সুরে গাওয়া দুটি গান ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের। কবি মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘুম আয়রে' ঘুম পাড়ানি গানের সীমাবদ্ধতায় রেখে চমৎকার গাইয়ে নিলেন সলিল। দ্বিতীয় গানটি সলিলের ট্রেড মার্ক 'নাও গান ভরে' সলিল তাঁর নিজের লেখা লিরিকে প্রকৃতির প্রিয় বিষয় গুলিকে সলিল-জটিল সুরে সাজিয়ে সফল বা হিট গান বার করে ফেললেন। নিঃসন্দেহে

BANGLADARSHAN.COM

এক খণ্ড আদ্যন্ত কমার্শিয়াল ডেলিভারী। সুধীন দাশগুপ্ত মানেই কঙ্গো, বঙ্গো, গিটার, হাওয়াইয়ান, অ্যাকর্ডিয়ান, ইউনিভক্স, চ্যাং ছ্যাং , ঝিক ঝ্যাং, শব্দের ষড়যন্ত্রে শ্রোতাদের কানের মধ্যে রীতিমত বিদেশী সুর তালের বৈপ্লবিক অভিষেক। এ হেন সুধীন দাশগুপ্ত 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ' দেখালেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চোখে, মায়াবী জ্যোৎস্না মাখা প্রায় নিস্তরঙ্গ প্রতিমা কণ্ঠে। এ সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। কারণ, উপলব্ধি করতে পারেন না এমন পাষণ্ডের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম। সুধীনের বিদেশী ডিগ্রী, সাহেবী আউটলুক ১৯৫৫ সালে গানটি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। ভেতরের মানুষটাকেই দেখা গেল। সুধীন দাশগুপ্ত প্রতিমাকে নিয়ে অবশ্যই সব রকমে গান করিয়েছেন। কিন্ত চলেছেন প্রতিমার বশে। সবগুলিই সুন্দর, যতটা সম্ভব বের করে এনেছেন। সুধীন তাঁর নিজস্ব ঘরাণায় "সাত রঙা এক পাখী" এবং "একটা গান লিখো আমার জন্য" প্রতিমাকে দিয়ে অদ্ভুত এক স্বাভাবিক স্বরক্ষেপণ করিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন। অ্যাকম্প্যানিমেণ্টের কথা কারও মনে আসবে না। ভৈরবীর ভাবে "এ পারে গঙ্গা, ও পারে গঙ্গা" সুন্দর সাবলীলতায় তিন মিনিট খরচা করে দেয়। শেষ হলেও রেশ থেকে যায়। অনেকের মতে "প্রেম শুধু এক মোমবাতি" গানটির পশ্চিমী সুর বা প্রেজেণ্টেশন নাকি প্রতিমার অনুরোধেই করা হয়েছিল। অর্থাৎ সুধীন নির্দোষ। প্রতিমাকে সকলেই সহজে বুঝতে পারতেন। আর জানতেন যে সুর রচনা করতে পারলে প্রতিমা অবশ্যই ঠিকঠাক গেয়ে দেবে। সুরকারের আজ্ঞা পালনে তিলমাত্র ত্রুটি হবে না।

শ্যামল মিত্র এবং অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমার গুণগ্রাহী বা ভক্ত ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে প্রতিমার গলা অন্তত সা থেকে সা তে কোথাও আটকায় না বা টোনে হেরফের হয় না। শ্যামল বারবার "কঙ্কাবতীর কাঁকন বাজে" এবং "কই গো কই গো কই গো" গান দুটির গায়নের প্রশংসা করেছেন। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভবতঃ প্রথম লিরিক "তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা" গানটিতে প্রতিমার গলার "ইনোসেন্স" নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। প্রতিমার কণ্ঠের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই গুণটিকে আরও ভাল করে এক্সপ্লয়েট করেন অভিজিত তাঁর "ওই আকাশে ক্লান্তি নেই" গানটিতে। রতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে "মন যে খুশী খুশী আজ" এবং "বিষের বাঁশী কে বাজায় গো" গান দুটিই সুন্দর ও একেবারে হিট। শোনা যায় রতুবাবুর সুরে গান করতে প্রতিমা নাকি অনিচ্ছুক ছিলেন। কোন বায়াস থেকে থাকবে। গানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকলে এত সুন্দর কাজ বেরোত না। নচিকেতা ঘোষের সুরে "মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে" (কথা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) গানটি মনে ছবি হয়ে বসে যায়, কিছুটা মেলাঙ্কলি ন্যারেটিভ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনল চট্টোপাধ্যায় প্রতিমার বাড়ীতে গিয়ে অনেক সময় দিয়ে গান তোলাতেন। হাওড়া বাসী অনলের কাছে এই কষ্ট কোন ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। ছলকে পড়ে কলকে ফুলের মধু" এবং "মেঘ রাঙানো অস্ত আকাশ" অনলের অনলস প্রচেষ্টার এক সুমিষ্ট সাক্ষর। ভূপেন হাজারিকা প্রবাদ প্রতিম গায়ক, সুরকার আর চিন্তাবিদ। কোথা থেকে তিনি মিষ্টতায় পরিপৃক্ত সব সুর বার করে আনতেন। তাঁকে বাঙালীরা বেশী করে পায়নি। প্রতিমা ভূপেন হাজারিকার সুরে বিখ্যাত 'তোমায় কেন লাগছে এত চেনা' গানটি গেয়েছিলেন। শ্রোতারা হতাশ হননি, সুরকারও সন্তুষ্ট ছিলেন।

যে সব গানে সুরের ব্যাপারে এবং স্টাইলের ব্যাপারে খুব একটা কিছু করার থাকে না, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি তার মধ্যেই পড়ে। সীমিত সংখ্যায় গাইলেও প্রতিমা দুই গোষ্ঠীর গানেই সফল। তাঁর আটকাত না কিছুই। আর হয়েছে কেমন তা শ্রোতারা বলতেন। কিছুটা পরিণত বয়সে তিনি যুগধর্মের অনুসরণে বেশ কয়েকটি লালনগীতি রেকর্ড করেছেন। এগুলিতেও নিস্পৃহ উদাসীনতা গানগুলিকে শ্রুতিমধুর করেছে। কার্যতঃ প্রতিমার গাওয়া গান একেবারে বাজে হয়েছে এ রকম দেখা যায়নি।

BANGLADESH.COM

এত বড়মাপের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও শেষ বয়সটা কিন্তু মোটেই ভাল কাটেনি প্রতিমার। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে তার জীবনের শেষ দিকটা। মানসিক অসুস্থতাও দেখা দিয়েছিল। কলকাতায় তার সাহানগর রোডের বাড়ির পাশে এক মুদির দোকানের সামনে দিনের পর দিন মলিন বস্ত্রে বসে থাকতে দেখা গেছে তাকে। মৃত্যুর বছর কয়েক আগে এই অবস্থাতেই ১৯৯৬ সালে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এক সঙ্গীত উৎসবে তাকে ধরে নিয়ে এলেন নির্মলা মিশ্র। নির্মলার হাত ধরে আটপৌরে শাড়ি পরা প্রবীণা এই শিল্পী ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করতেই করতালিতে ফেটে পড়ে গোটা আসর। একে একে গাইলেন ফেলে আসা দিনের অসাধারণ সেই সব গান। আশ্চর্য মাদকতা জড়ানো কণ্ঠে বয়সের ছাপ নেই বিন্দুমাত্র। দীর্ঘ দিন পর কলকাতার শ্রোতার প্রতিমাকে এভাবে পেয়ে আত হযে ওঠেন সেদিন। শিহরণ জাগানো অজানা এক অনুভূতিতে সেদিন থরথর করে কেঁপেছিল রবীন্দ্রসদন। পরদিন পত্রিকায় পত্রিকায় প্রতিমা বন্দনাতেই তার অসধারণ গায়কীর প্রমাণ মেলে। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই শেষ বয়সের সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সশরীরে আর নেই একথা সত্যি তবে বাঙালির বুকের ভেতর ‘মেলা থেকে কিনে আনা তাল পাতার বাঁশি’ তিনি বাজাবেন যুগের পর যুগ। ‘কাজলা দিদি’র প্রতিমা আছেন আমাদের বুকের গভীরে, সুখস্মৃতি রোমন্থনের মধুর বেদনার মত। আছেন বাংলার সুরের আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ হয়ে।

প্রতিমাকে নিয়ে অনেকে দু-চার কথা বলার ও লেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মেয়ে রাইকিশোরী এ ব্যাপারে বেশ কিছু লিখেছেন। গল্পও করেছেন। বেশী লেখার খুব একটা অর্থ হয় না। প্রতিমা লাজুক কি ইন্ট্রোভার্ট এসব অপ্রাসঙ্গিক। সম্ভবতঃ লো এনার্জির মানুষ ছিলেন প্রতিমা। স্নায়ুতন্ত্রও কিছুটা দুর্বল ছিল। শান্ত প্রকৃতির এইটিই সম্যক ব্যাখ্যা। বয়সে অনেকটা বড় স্বামীর সংসারে বিয়ের পরে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার কর্মের মাঝে তিনি সঙ্গীত চর্চা যতটা করা সম্ভব করেছেন। খুব বেশী মেলা মেশা করতেন না। আবার নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন না। সঙ্গীত জগতের সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব ছিল। আসা যাওয়া বা লোক লৌকিকতায় কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। আসলে আমরা শিল্পীদের স্টার ইমেজে ভাবতেই অভ্যস্ত। কেউ যে একখানা সুপারহিট গান তোলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাগ্রহে খুন্তি নেড়ে অমুকদার খাওয়ার ব্যবস্থায় লেগে যাবেন, এ আমরা ভাবতে ভালবাসি না। সব মিলিয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন। তাঁর সংসারও সাধারণ ছিল। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তাঁর উপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠেন নি। ১৯৮৬ সালে বাহান্ন বছর বয়সে স্বামীকে হারালেন। প্রতিমার মত সরল মানুষের মাথার উপর থেকে ছাতা সরে যাওয়া মানেই আত্মবিশ্বাসে টান। ধীরে ধীরে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বা জামাই বা নাতির উপর আকর্ষণ কমে আসছিল। যুগ পালটে যাচ্ছিল, মানুষটা খুব একটা এনজয় করছিলেন না। আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। সমস্যাও কিছু থেক থাকবে। যাঁরা দেখার তাঁরা তাঁদের মত করে দেখছিলেন। চাপা স্বভাবের দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রযুক্ত মানুষটির চলাফেরা বা রুটিন কাজেও অসুবিধা হতে আরম্ভ করল স্বামী গত হওয়ার এক দশকের মধ্যেই। এগুলি জটিল রোগ। কাউন্সেলিং ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ধীরে ধীরে রোগ নিরুদ্যম মানুষটিকে গ্রাস করছিল। তাঁর সঙ্গে এক অপরূপ প্রেজেন্টেশন হারিয়ে গেছে। কি গানের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে। এত কম আয়োজনে এত বেশী মুগ্ধতা বিধাতাই সৃষ্টি করতে পারেন। কাজলা দিদির জন্যে মন খারাপ হবেই হবে। “অল্পেতে খুশী” হবে এমন মানুষেরা প্রতিমার সরলতা চিরদিন মনে রাখবেন।

বি. দ্র. : “যদুভট্ট”, “একই অঙ্গে এত রূপ”, “ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”, “কাঁচামিঠে”, “দাতা কর্ণ”, “হরিশচন্দ্র”, “বাঘা যতীন”, “উত্তরায়ণ” প্রভৃতি ছবিতে প্রতিমার গাওয়া গানের অডিওর খোঁজ করুন। তথ্য পেলেই বঙ্গদর্শনে জানান madhur_sangeet@bangodarshan.com ঠিকানায়। পরবর্তী অংশে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ে

BANGODARSHAN.COM

গানের তালিকা দেওয়া হল। তালিকাটিকে সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চলবে। সকলে এগিয়ে আসুন। শুদ্ধ করার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানের তালিকা

বেসিক রেকর্ডের গান

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	রেকর্ড নং	বৎসর
প্রিয় খুলে রেখ বাতায়ন	সুকৃতি সেন	সুকৃতি সেন	QS 685	১৯৪৫
প্রিয় মালাখানি দিও	সুকৃতি সেন	সুকৃতি সেন	QS 685	১৯৪৫
তোমার আমার বারেক দেখা	স্যাম্পল রেকর্ড	প্রকাশিত হয়নি	OMC21636	১৯৪৭
দেখেছি তোমারে স্বপনের মাঝে	স্যাম্পল রেকর্ড	প্রকাশিত হয়নি	OMC21637	১৯৪৭
হায় রে আমার ঘর ছিল ঘরে ভাত ছিল কে যেন কেড়ে (বাস্তবগীতি)	নিতাই ঘটক	মোহিনী চৌধুরী	N82501	১৯৫২
দে মা খেতে দে	নিতাই ঘটক	মোহিনী চৌধুরী	N82501	১৯৫২
আমার সোনা চাঁদের কণা ভুবনে তুলনা নাই	নিতাই ঘটক	প্রণব রায়	দুই পিঠ N82566	১৯৫৩?
সে দিনগুলি ফিরিয়ে দাও	নিতাই ঘটক	মোহিনী চৌধুরী	N82599	১৯৫৩
আজ আয় দেখে যা	নিতাই ঘটক	মোহিনী চৌধুরী	N82599	১৯৫৩
পথ ডাকে ওরে আয়	প্রকাশকালী ঘোষাল	প্রকাশকালী ঘোষাল	N82610	১৯৫৪
মিলন বাসরে আন	প্রকাশকালী ঘোষাল	প্রকাশকালী ঘোষাল	N82610	১৯৫৪
প্রদীপ কহিল দখিনা সমীরে	দূর্গা সেন	অরূপ ভট্টাচার্য	N82624	১৯৫৪
তুমি এলে আজ কি দিব তোমায়	দুর্গা সেন	অরূপ ভট্টাচার্য	N82624	১৯৫৪
কে তুমি প্রিয় (ভৈরবী)	চিত্ত রায়	অরূপ ভট্টাচার্য	N82647	১৯৫৫
এল ঘনিয়ে বরষা, মেঘ মেদুর নভে (মিশ্র মল্লার)	চিত্ত রায়	অরূপ ভট্টাচার্য	N82647	১৯৫৫
ঘুম আয় রে আয়	সলিল চৌধুরী	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	N82647	১৯৫৫
নাও গান ভরে নাও কান ভরে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	N82647	১৯৫৫
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই	সুধীন দাশগুপ্ত	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	GE24775	১৯৫৫
এ পারে গঙ্গা, ও পারে গঙ্গা	সুধীন দাশগুপ্ত	ভাস্কর বসু	GE24775	১৯৫৫
কঙ্কাবতীর কাঁকন বাজে ইছামতীর কূলে	শ্যামল মিত্র	অনল চট্টোপাধ্যায়	GE24805	১৯৫৬
ভোর হল দোর খোল খুকুমণি ওঠ রে	শ্যামল মিত্র	অনল চট্টোপাধ্যায়	GE24805	১৯৫৬
রাত ঐ বুঝি বিদায় চায়	প্রবীর মজুমদার	প্রবীর মজুমদার	GE 24795	১৯৫৬

BANGODARSHAN.COM

তবু আমি তোমার নামে	প্রবীর মজুমদার	শ্যামল ঘোষ	GE 24795	১৯৫৬
তোমার দুচোখে আমার স্বপ্ন আঁকা	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24832	১৯৫৭
ভ্রমরা গুন গুন গুঞ্জরিয়া আসে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24832	১৯৫৭
সোনার তরী নয় গো আমার	নচিকেতা ঘোষ	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24869	১৯৫৭
দোলে দোলে ওই দূর বিহঙ্গের পাখনা	নচিকেতা ঘোষ	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24869	১৯৫৭
চাঁদ ভাবে জ্যোৎস্নাকে দেখে তাই	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24914	১৯৫৮
মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24914	১৯৫৮
তোমারে চেয়েছি বলে যদি এত ব্যথা পাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়/ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়	GE24883	১৯৫৮
মৌমাছি গুণ গুণ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়/ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়	GE24883	১৯৫৮
মা আমি তোর খ্যাপা বাউল গো	রথীন ঘোষ	স্বামী সত্যানন্দ	GE24894	১৯৫৮
ওই কালো রূপে লাজ পেয়েছে লক্ষ চাঁদের আলো	রথীন ঘোষ	স্বামী সত্যানন্দ	GE24894	১৯৫৮
একটি গানের একটি কলি	অনল চট্টোপাধ্যায়	প্রবোধ ঘোষ	N82837	১৯৫৯
রিক্ত আঁখির দুটি পাতায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	প্রবোধ ঘোষ	N82837	১৯৫৯
মেঘ রাঙানো অস্ত আকাশ	অনল চট্টোপাধ্যায়	প্রবোধ ঘোষ	GE24962	১৯৫৯
ছলকে পড়ে কলকে ফুলের মধু যে আর রয় না	অনল চট্টোপাধ্যায়	প্রবোধ ঘোষ	GE24962	১৯৫৯
আজও জেগে আছি একা বসে আছি তোমার পথের প্রান্তে	প্রবীর মজুমদার	প্রবীর মজুমদার	GE 24980	১৯৫৯
এই তো ভাল ভাল লাগে এই তো আলো	প্রবীর মজুমদার	সুনীলবরণ	GE 24980	১৯৫৯
এই সুরঝরা খেলাতে আগুনের বেলাতে	শৈলেন মুখোপাধ্যায়	আনন্দ মুখোপাধ্যায়	GE24994	১৯৬০
তোমার দীপের আলোতে নয় ছায়া হয়ে যেন রই	শৈলেন মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE24994	১৯৬০
তোমায় কেন লাগছে এত চেনা	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25034	১৯৬০
নবমঞ্জরী ওই ফুটেছে কাননে আজ	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25034	১৯৬০
মনে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না	প্রশান্ত চৌধুরী	সুধীন দাশগুপ্ত	GE25034	১৯৬১
হে ভারতভানু সহঃ কোরাস রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্তোষ কুমার দে	N82928	১৯৬১
জয় জয় কবি জয় সহঃ কোরাস রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্তোষ কুমার দে	N82928	১৯৬১
একি সেই তুমি যার পথ চেয়ে চেয়ে	প্রশান্ত চৌধুরী	সুবীর হাজরা	GE25034	১৯৬১

BANGLADARSHAN.COM

সাতটি তারার এই তিমির একটি প্রেমের শান্ত নীড়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE25070	১৯৬১
একটা গান লিখো আমার জন্য	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE25070	১৯৬১
আমতলায় ঝুমুর ঝুমুর সহঃ সুমিত্রা সেন	নির্মলেন্দু চৌধুরী	প্রচলিত	ECLP2226 ফোক সঙস্ অফ বেঙ্গল	১৯৬১
ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দে রে	প্রচলিত	প্রচলিত		
আমি কেন আইলাম কেন আইলাম সহঃ সুমিত্রা সেন	প্রচলিত	ধামাইল গান??		
চল টুসু চল খেলতে যাবো সহঃ নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	নজরুল	নজরুল		
রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে	নজরুল	নজরুল		
ম্যায় তো লিও পিও মোল?? ম্যায় শাঁওরে কে রঙ্গ রাসি??	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	মীরাবাই	ECLP2269 মীরা ভজনস্	১৯৬১
দরশ বিনা দুখন লাগে নয়ন	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	মীরাবাই		
আমার ব্যথার গানে	????	পবিত্র মিত্র	GE25089	১৯৬২
মন মাতানো ময়ূর নাচ	????	মিল্টু ঘোষ	GE25089	১৯৬২
প্রজাপতি প্রজাপতি রে দুটি কথা শুনিস যদি রে	অনল চট্টোপাধ্যায়	প্রবোধ ঘোষ	GE25110	১৯৬২
কাজল ধোয়া চোখের জলে	অনল চট্টোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	GE25110	১৯৬২
কিশোরী বাণী শুনিয়া	রথীন ঘোষ	দীনবন্ধু দাস	GE25123	১৯৬২
ললিতা গো ধিক রহু জীবনে	পদাবলী কীর্তনের সুর	চণ্ডীদাস	GE25123	১৯৬২
চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল	নজরুল / অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	নজরুল	N82999	১৯৬২
দুর্গম গিরি কান্তার মরু	নজরুল / অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	নজরুল	N82999	১৯৬২
ওই আকাশে ক্লান্তি নেই এই বাতাসে ক্লান্তি নেই	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25140	১৯৬৩
মন ময়ূরের পড়ল ছায়া	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25140	১৯৬৩
মন যে খুশী খুশী আজ দুচোখে তবু একি লাজ	রতু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25165	১৯৬৩
বিষের বাঁশী কে বাজায় গো	রতু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25165	১৯৬৩
ও গঙ্গা অঙ্গে তোমার কত না তরঙ্গ --- মনে প্রদীপটি ভাসাই গো	অনল চট্টোপাধ্যায়	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	GE25184	১৯৬৪
আর তো পারি না সহেলী	অনল চট্টোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	GE25184	১৯৬৪
সাত রঙা এক পাখী পাতার ফাঁকে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE25227	১৯৬৫
কলঙ্কেরি ভয়ে সখী কালিনী হলাম	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE25227	১৯৬৫
ও টিয়া তোরে করব যতন মনের মতন	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জিত দে	GE25248	১৯৬৬

BANGLADESHIAN.COM

এই মন রাজহংসী প্রেমের এই গহীন গাঙে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জিত দে	GE25248	১৯৬৬
আমি প্রিয়া হব ছিল সাধ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25261	১৯৬৬
আমার মন রাধিকার মন ছিল যে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE25261	১৯৬৬
নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল	নজরুল	নজরুল	EALP 1300 দি লাভ সঙস্ অফ নজরুল	১৯৬৬
যাও যাও তুমি ফিরে যাও	নজরুল	নজরুল		
বনের চামেলী ফিরে আয়	হিমাংশু দত্ত	শৈলেন রায়	EALP1311 ট্রিবিউট টু হিমাংশু দত্ত	১৯৬৬
রাতের দেউলে জাগে	হিমাংশু দত্ত	শৈলেন রায়		
তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয়	সুধীন দাশগুপ্ত	বরুণ বিশ্বাস	GE25298	১৯৬৭
সেই যে পাখী উড়ে গেল	সুধীন দাশগুপ্ত	রাজশেখর	GE25298	১৯৬৭
বাঁশরী গো বাজ কেন আর বাঁধা নেই	?????	?????	GE25303	১৯৬৭
ভালবাস তুমি গান শুনতে	?????	??????	GE25303	১৯৬৭
মিছে দোষ দিও না আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25326	১৯৬৮
আঁধার আমার ভাল লাগে তারা দিয়ে সাজিও না আমার আকাশ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25326	১৯৬৮
তোমারই ঝর্ণাতলার নির্জনে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	GE30174	১৯৬৮
ছায়াছবির গান????????			GE30174	১৯৬৮
মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা	নজরুল	নজরুল	ECLP2370 সে ইট উইথ ফ্লাওয়ার্স (লাভ সঙস্ অফ নজরুল)	১৯৬৮
শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচে যে ঘূর্ণি বায়	নজরুল	নজরুল		
রুম ঝুম রুম ঝুম খেজুর পাতার	নজরুল	নজরুল	45GE25344	১৯৬৯
পথ হারা পাখী কেঁদে ফেরে একা	নজরুল	নজরুল	45GE25344	১৯৬৯
প্রেম শুধু এক মোমবাতি	সুধীন দাশগুপ্ত	সুনীল বরণ	45GE25355	১৯৬৯
কে যেন দুটি হাতে নীলকণ্ঠ পাখীর আহত পালক ছড়িয়ে গেল	সুধীন দাশগুপ্ত	বরুণ বিশ্বাস	45GE25355	১৯৬৯
আমি বন্ধুর প্রেমাগুণে পোড়া	নির্মলেন্দু চৌধুরী	প্রচলিত	ECLP 2403 ফোক সঙস্ অফ বেঙ্গল	১৯৬৯
বন্ধু সময় জান না অসময়ে বাজাও বাঁশী মন ত মানে না	প্রচলিত	প্রচলিত		
শ্রীরাধার মানভঞ্জন সহঃ মান্না দে, নির্মলা মিশ্র ও অন্যান্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	EASD1344 শ্রীরাধার মানভঞ্জন	১৯৬৯
কাল সারা নিশি চন্দ্রাবলীর				
ফেলিয়া বাঁশরী কাতর শ্রীহরি				
ভাল ছলা শিখেছো				

BANGODARSHAN.COM

ধনী এখনও কি মান রাধা রাধা বলি নাগর বড় দুঃখ পায় রাধা				
নিভে যা রাত নিভে যা গলে যা	সুধীন দাশগুপ্ত	বরুণ বিশ্বাস	45GE 25391	১৯৭০
সজনী গো রজনীকে চলে যেতে দাও	সুধীন দাশগুপ্ত	মিল্টু ঘোষ	45GE 25391	১৯৭০
কই গো কই গো কই আমার বকুল ফুল কই	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45GE 25410	১৯৭১
এ শুধু ভুলের বোঝা ভুল বোঝা এ ভুলতে গিয়ে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45GE 25410	১৯৭১
মালা থেকে ফুল চোখ থেকে জল	প্রশান্ত ভট্টাচার্য	প্রশান্ত ভট্টাচার্য	45GE 25461	১৯৭২
ও চাঁদ মামা শোন	প্রশান্ত ভট্টাচার্য	প্রশান্ত ভট্টাচার্য	45GE 25461	১৯৭২
যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়	নজরুল	নজরুল	ECLP2493	১৯৭২
শ্যাম তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম	নজরুল	নজরুল	ECLP2493	১৯৭২
চিরদিন, চিরদিন আমি যে তোমায় ভালবাসবো	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ECLP2501	১৯৭২
প্রিয় যাও যাও ছুঁয়ো না আমায়	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ECLP2501	১৯৭২
আমি গানের মাঝে বেঁচে থাকব	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ECLP2501	১৯৭২
একটি ফুল ভাল না একটু হাসি ভাল	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45GE 25487	১৯৭৩
ময়ুর যে নাচে মেঘ যদি ডাকে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45GE 25487	১৯৭৩
এ আমার কি যে হল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
বৃষ্টি তুমি থাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
আলিবাবা নাট্যাংশ ড্রামা সিকয়েন্স যত লেখা ছিল (একক)	ভি বালসারা (কটি কোরাস ছিল)	ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ/প্রণব রায়	EASD1395-6	১৯৭৩
ক্লান্ত শেফালীরা ঘুমিয়ে পড়েছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25509	১৯৭৪
বড় সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25509	১৯৭৪
ভালবাসা আসবে বলে খুলে দিলাম দরজাটাকে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25522	১৯৭৫
তুমি চোখের সামনে ধোরো পঞ্চমী চাঁদ	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25522	১৯৭৫
আর আমারে মারিস নে মা	দিনেন্দ্র চৌধুরী	লালন ফকির	ECSD2525	১৯৭৫
এ বড় আজব কুদরতি	দীনেন্দ্র চৌধুরী	লালন ফকির	ECSD2525	১৯৭৫
এখনও আছে তো ওই দুটি ডানা	অনল চট্টোপাধ্যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	SEDE3118	১৯৭৬
মাগো এমন হয় না কেন আমি	অনল চট্টোপাধ্যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	SEDE3118	১৯৭৬

DANGODARSHAN.COM

হতাম ছোট্ট দাঁড়ে বুলবুলিটা যেমন				
আমি অনেক চেয়েও পারিনি ভুলিতে	জয়দেব সেন	জয়দেব সেন	SEDE3118	১৯৭৬
আমি মন হারালাম তার কাজল চোখে	জয়দেব সেন	জয়দেব সেন	SEDE3118	১৯৭৬
এ ডাল ভাঙিলে বন্ধু ও ডালে ফুল আসে	অশোক রায়	অজয় ভট্টাচার্য	ECSD2543	১৯৭৬
চির অজানার চিরজানা বাণী এনেছি বহিয়া গানে	অশোক রায়	অজয় ভট্টাচার্য	ECSD2543	১৯৭৬
আর কত কাল থাকব বসে	অতুলপ্রসাদ	অতুলপ্রসাদ	SI7LPE134	১৯৭৬
ক্ষমিও হে শিব	অতুলপ্রসাদ	অতুলপ্রসাদ	SI7LPE134	১৯৭৬
জীবনের তাপে শুধু কথার প্রদীপ	মানস চক্রবর্তী	মানস চক্রবর্তী	45GE25532	১৯৭৭
যা যা যা যা যারে মন যা	মানস চক্রবর্তী	মানস চক্রবর্তী	45GE25532	১৯৭৭
আমি মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশী কিনে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বাবু গুহঠাকুরতা	SEDE3147	১৯৭৮
মা ঠাকুমা বলতো পান খেয়ে	দীপক ব্যানার্জী	প্রীতম সরকার	SEDE3147	১৯৭৮
দুচোখে বৃষ্টিকে ধরেছি যেন না বোঝা যায়	দীপক ব্যানার্জী	প্রীতম সরকার	SEDE3147	১৯৭৮
অমল কিরণে ত্রিভুবন মনোহারিণী	পঙ্কজ মল্লিক	বাণী কুমার	মহিষাসুরমর্দিনী EMGE1103-4	১৯৭৮
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দাও গো তুমি সহঃ কোরাস	সুগত দাশগুপ্ত (আলোর গান - খ্রীষ্টবন্দনা)	সুগত দাশগুপ্ত	SI7LPE177	১৯৭৮
জলে ভাসা পদ্ম আমি	ভূপেন হাজারিকা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৯
চেওনা মোছাতে চেওনা কফোঁটা চোখের জল ফেলতে দাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	SEDE3157	১৯৭৯
কেন ফুল ফোটে ভোরের ছোঁয়ায় পাখী কেন গান গায় মনের অরণ্যে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	SEDE3157	১৯৭৯
তুষারমালা! তুষারমালা!	দিলীপ রায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/EMGE11016 তুষারমালা নাটিকা	১৯৭৯
আমার দুচোখ কেন স্বপ্ন দেখে তোমাকে	রতু মুখোপাধ্যায়	মোহিনী চৌধুরী	SEDE3163	১৯৮০
নীরব নিঝুম নিশিরাত মনের কথাই বলা বাকী	রতু মুখোপাধ্যায়	মোহিনী চৌধুরী	SEDE3163	১৯৮০
সবই যদি ভুল সবই যদি যাও ভুলে	প্রকাশকালী ঘোষাল	প্রকাশকালী ঘোষাল	SEDE3163	১৯৮০
যখন আবার দেখা হল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	SEDE3171	১৯৮১
আমার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	SEDE3171	১৯৮১
আমার মনের মানুষের সনে	প্রচলিত	লালন ফকির	ECSD41530	১৯৮৩
আয় কে যাবি আয় কে যাবি ওপারে	অনল চট্টোপাধ্যায়	লালন ফকির	ECSD41530	১৯৮৩
আমার মল্লিকা বনে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ		

BANGLADESHAN.COM

মা যে আমার আলোর আঁচল	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	????????	২০০৫
যখন আবার দেখা হল কেন রইলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		
মনমোহন শ্যাম হামারে নয়নো মে				
না থাক না থাক আজ আর পরব না কাজল			ইউ টিউব	
আমার দুচোখে ঘুম তো নেই	???	???		
আমি জেগে থাকি আর রাত ঘুমায় দীপ শিখা নিভে যায়, হায় আমার দুচোখে ঘুম তো নেই	এই গানটি অজয় চক্রবর্তী ও রেকর্ড করেছেন		৫ মিনিটি ১৬ সেকেণ্ডের গান	
আমায় দিওনা তুমি ক্ষণিক বিরাম জননী গো জন্মভূমি		কলিকাতা আকাশবাণী	দেশবন্দনা	
দে দরশন গিরিধারী			N80086	১৯৫৪ / ১৯৫৫
নহী বনে গিরিধারী			N80086	
	প্রতিমার সুরে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
শেষের কবিতা মোর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবাশীষ চ্যাটার্জী	GE 24847	১৯৫৭
তন্দ্রাহারা রাত ওই জেগে রয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবাশীষ চ্যাটার্জী	GE 24847	১৯৫৭

বাঙলা চলচ্চিত্রের গান

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	রেকর্ড নং	চলচ্চিত্র	বৎসর
উছল তটিনী আমি সুদূরের চাঁদ	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র	N31364	সুনন্দার বিয়ে	১৯৫১
ওকে ধরিলে তো ধরা দিবে না সহঃ কোরাস	রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত পরিচালনা : দ্বিজেন চৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ	N76005	বউ ঠাকুরাণীর হাট	১৯৫৩
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে		রবীন্দ্রনাথ	N76005		
চুপি চুপি এল কে সহঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজেন সরকার	প্রণব রায়	N76027	ঢুলী	১৯৫৪
নিঙারিয়া নীল শাড়ি শ্রীমতী চলে	রাজেন সরকার	প্রণব রায়	N76008	ঢুলী	১৯৫৪
রসকে ভরে তোরি নয়ন	রাজেন সরকার	পণ্ডিত ভূষণ	N76008	ঢুলী	১৯৫৪
নাই যদি কেউ শোনে আমি বলার সুখে বলি	কালীপদ সেন	প্রেমেন্দ্র মিত্র		সদানন্দের মেলা	১৯৫৪

BANGLARSHAN.COM

হই যদি বড়লোক মস্ত, খাব কি সোনা দানা মুক্ত	কালীপদ সেন	প্রেমেন্দ্র মিত্র		সদানন্দের মেলা	১৯৫৪
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে	অনুপম ঘটক	শৈলেন রায়		কল্যাণী	১৯৫৪
চাঁদ ডুবে গেলে রজনী পোহায়	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	N76022	হ্রদ	১৯৫৫
ত্রিবেণী তীর্থ পথে গে গাহিল গান সহঃ চিন্ময় লাহিড়ী	হেমন্ত মুখোপধ্যায় (সুর চিন্ময় লাহিড়ী)	বিমল চন্দ্র ঘোষ	GE30290	শাপমোচন	১৯৫৫
আমি নিশীথের মায়া অতীতের কাহিনী	গোপেন মল্লিক	প্রণব রায়	N76011	অপরাধী	১৯৫৫
ছিল সুর ছিল গান ছিল মনে	গোপেন মল্লিক	প্রণব রায়	N76011	অপরাধী	১৯৫৫
কখন যে ফুল ফুটলো তা কি জানি	রাজেন সরকার	বিমল ঘোষ	N76026	দস্যু মোহন	১৯৫৫
মধুর মধুর মুস্কায়ে	রাজেন সরকার	পণ্ডিত ভূষণ	N76025	দস্যু মোহন	১৯৫৫
জয় জয় গোবিন্দ সহঃ শ্যামল	রাজেন সরকার	বিমল চন্দ্র ঘোষ	N76018	শ্রীকৃষ্ণ সুদামা	১৯৫৫
দিন যায় ক্ষণ যায়	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	GE30312	আত্মদর্শন	১৯৫৫
ঘুম মাসি তুই অনেক কাল	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30322	ভালবাসা	১৯৫৫
আঙুর ফুলেরে খুন করে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30322	ভালবাসা	১৯৫৫
তোমায় কাছে পেয়ে	রাজেন সরকার	বিমল চন্দ্র ঘোষ	N 76030	অসবর্ণ	১৯৫৬
শ্যাম নামে কাঁদে শুক রাধা নামে সারি সহঃ দ্বিজেন মুখোঃ	রাজেন সরকার	বিমল চন্দ্র ঘোষ	N 76030	অসবর্ণ	১৯৫৬
কন্যা তোমার কাজল সহঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী অন্যান্য	অনিল বাগচী ও ৪ জন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30328	অসমাপ্ত	১৯৫৬
গোরখ জাগায়ি শিঙাধ্বনি শুনায়ি সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাঃ	কমল দাশগুপ্ত	গোবিন্দদাস	GE30334	গোবিন্দদাস	১৯৫৬
বিনোদিনী রাধা (১) ও বিনোদিনী রাধা (২) সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	কমল দাশগুপ্ত	গোবিন্দদাস	GE30335	গোবিন্দদাস	১৯৫৬
সখিরে হামার দুঃখের সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	কমল দাশগুপ্ত	বিদ্যাপতি	GE30336	গোবিন্দদাস	১৯৫৬
আকাশ বলে ধরণী গো তোমায় ভালবেসে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ	GE30355	সিঁদুর	১৯৫৭
চোখের তারায় পড়ল সহঃ পান্নালাল ভট্টাচার্য	অনুপম ঘটক	হীরেন বসু	GE30359	একতারা	১৯৫৭
কি রূপ হেরিনু	রাইচাঁদ বড়াল	প্রণব রায়	GE30364	নীলাচলে মহাপ্রভু	
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়	রাইচাঁদ বড়াল	বিদ্যাপতি			
তরস তরস গয়ে নয়ন বিচারে	ওস্তাদ আলি আকবর	পণ্ডিত ভূষণ	GE30384	অন্তরীক্ষ	১৯৫৭

BANGLADARCHIVE.COM

সহঃ স্বরূপলতা	খান				
পিয়া আ যা রে মন ভায়ে সহঃ স্বরূপলতা	ওস্তাদ আলি আকবর খান	পণ্ডিত ভূষণ	GE30384	অন্তরীক্ষ	১৯৫৭
পিয়া বিনা জিয়া মোরা সহঃ এ টি কানন	ওস্তাদ আলি আকবর খান	প্রচলিত / পণ্ডিত ভূষণ	N77012	সুরের পরশে	১৯৫৭
তবু আমায় মনে রেখো সহঃ এ টি কানন	ওস্তাদ আলি আকবর খান	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	N77012	সুরের পরশে	১৯৫৭ / ১৯৬০
আমার গানে সুর ছিল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমলচন্দ্র ঘোষ	GE30366	তাসের ঘর	১৯৫৭
কোন সে হাওয়ার ঘুম ভাঙিয়ে দখিন হাওয়া বইল আজ	কালীপদ সেন	???		পুনর্মিলন	১৯৫৭
কোথায় তুমি আজ	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		হরিশচন্দ্র	১৯৫৭
কে জানে কখন মেঘে মেঘে আজ সাজানো শ্রাবণ বেলা	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N76044	সিঁথির সিঁদুর	১৯৫৮
চুপি চুপি শোনো	আলি আকবর খান	শ্যামল গুপ্ত	GE30376	নূপুর	১৯৫৮
সন্ধ্যাছায়া নামলে ধীরে	আলি আকবর খান	শ্যামল গুপ্ত	GE30390	সোনার কাঠি	১৯৫৮
খেয়া বলে আমি যাই	রাজেন সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N76054	প্রিয়া	১৯৫৮
ভোর হল তোর প্রাণে	রাজেন সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N76053	প্রিয়া	১৯৫৮
এই রাত জেগে থাক	রাজেন সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N76053	প্রিয়া	১৯৫৮
আয় তোরা আয় তোরা সঙ্গে কে যাবি রে	পণ্ডিত রবিশঙ্কর	শ্যামল গুপ্ত	N76071	কালামাটি	১৯৫৮
আকাশ মোর আলোয় দে'ছ ভরে সহঃ মানবেন্দ্র মুখোঃ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	N76079	লালু ভুলু	১৯৫৯
শ্রীগৌরাঙ্গের পদ (১) সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রথীন ঘোষ	নরোত্তম দাস	GE30444	নদের নিমাই	১৯৫৯
শ্রীগৌরাঙ্গের পদ (২) সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রথীন ঘোষ	নরোত্তম দাস	GE30444	নদের নিমাই	১৯৫৯
ক্যায়সে কাটে রজনী সহঃ আমির খান	আলি আকবর খান	পণ্ডিত ভূষণ	N77010	ক্ষুধিত পাষাণ	১৯৬০
আজ ঝিল্‌মিল্‌ নীল আকাশে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	N77005	প্রবেশ নিষেধ	১৯৬০
আমার যেমন বেণী তেমনি রবে	রাইচাঁদ বড়াল	রসরাজ গোঁসাই	N77019	নতুন ফসল	১৯৬০
সাধ করে পুষিলাম ময়না	রাইচাঁদ বড়াল	অমিতাভ চৌধুরী?	N77018	নতুন ফসল	১৯৬০
চিন্‌বি কেমনে নদীয়াতে পড়ল গোরা সহঃ নির্মলেন্দু চৌধুরী	রাইচাঁদ বড়াল	প্রচলিত		নতুন ফসল	১৯৬০
আজি মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনে সহঃ সমরেশ রায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমলচন্দ্র ঘোষ	GE30452	গরীবের মেয়ে	১৯৬০
আমার প্রভাত মধুর হল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30518	মায়ার সংসার	১৯৬২

BANGLADARSHAN.COM

সহঃ হেমন্ত, কোরাস					
জীবনটা ভাই রেলের গাড়ী সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30516	মায়ার সংসার	১৯৬২
ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়		মায়ার সংসার	১৯৬২
আমি যে বড়্কী গুড়িয়া	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30499	বিপাশা	১৯৬২
আয় আয় আয়রে সহঃ সন্ধ্যা মুখোঃ, শ্যামল মিত্র অন্যান্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30508	অগ্নিশিখা	১৯৬২
কণ্ঠে আমার কাঁটার মালা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30515	দাদাঠাকুর	১৯৬২
বাবরী ভয়ী পিয়া কাহে লাগায়া নেহা	রাজেন সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30514	বন্ধন	১৯৬২
ওগো সাগর আমি বাহির হলেম এ কোন অভিসারে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N77049	দ্বীপের নাম টিয়ারঙ	১৯৬৩
পার করে দাও দুখের পাথার সহঃ শ্যামল মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	N77052	আকাশপ্রদীপ	১৯৬৩
তখন লবকুশেরে নিয়ে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30556	শ্রেয়সী	১৯৬৩
দোল দোল দোল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30556	শ্রেয়সী	১৯৬৩
দুখের ঘরে আসবে সেই দুখের রাজা	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE30558	কালস্রোত	১৯৬৩
সন্ধ্যাবেলার একটি তারা আকাশটাকে গল্প বলে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE30559	কালস্রোত	১৯৬৩
ও ভগবান রুটি দাও সহঃ হেমন্ত মুখোঃ, সুমিত্রা মুখোঃ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30573	দীপ নেভে নাই	১৯৬৪
দেখা দাও, দেখা দাও শুধু একবার	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE30562	কষ্টি পাথর	১৯৬৪
দূরে নাগর হেরি সহঃ পান্নালাল ভট্টাচার্য	রথীন ঘোষ	রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	N77060	রাধাকৃষ্ণ	১৯৬৪
ও ভোলা মন মন বাজা রে নাও যায় চলে	রথীন ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE30571	রূপ সনাতন	১৯৬৫
আবীরে রাঙালো কে আমায় ললিতা গো সহঃ নির্মলা মিশ্র	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE30606	মুখুজ্জে পরিবার	১৯৬৫
কালারই বাঁশীতে মন যে চায় যেতে সহঃ মৃণাল চক্রবর্তী	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30598	মহালগ্ন	১৯৬৫
ছল ছল ছল সহঃ শ্যামল মিত্র	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30599	মহালগ্ন	১৯৬৫

BANGLADARCHIVE.COM

ঘুম ঘুম নিঝুম নীরবতা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77077	হারানো প্রেম	১৯৬৬
আমি কুহেলি না স্বপ্ন পার নি কি জানতে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77076	হারানো প্রেম	১৯৬৬
ফুলের হাসিতে আর অলির বাঁশীতে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77077	হারানো প্রেম	১৯৬৬
মোরগের ইংরাজী সি ও সি কে কক	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	N77080	উত্তরপুরুষ	১৯৬৬
এস মাধব	ঘণ্টাশালা, রাঘবালু নাইডু	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30637	পাণ্ডবের বনবাস	১৯৬৬
মন নিলে মন দিতে হয় কেবল	আলি আকবর খান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		রাজদ্রোহী	১৯৬৬
ওলো মন ময়ূরী খুশির পাখা তোল সহঃ শ্যামল, সন্ধ্যা, মানবেন্দ্র	আলি আকবর খান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30643	রাজদ্রোহী	১৯৬৬
আকাশে চাঁদের আলো আকাশেই মানায় ভাল	আলি আকবর খান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30625	রাজদ্রোহী	১৯৬৬
হঠাৎ অকারণ যায় হারিয়ে	আলি আকবর খান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30625	রাজদ্রোহী	১৯৬৬
এত ভালবাসি তবু কেন এল না সহঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ভি বালসারা	মিল্টু ঘোষ	GE30650	অঙ্গীকার	১৯৬৬
তোমায় স্মরণ করি গিরিধারী	কালোবরণ দাস / শৈলেন মুখোপাধ্যায়	সুনীল বরণ	GE30670	সেবা	১৯৬৭
আমার জীবন নদীর ওপারে	অরুন্ধতী দেবী	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	GE30672	ছুটি	১৯৬৭
আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা	অরুন্ধতী দেবী	ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	GE30672	ছুটি	১৯৬৭
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সহঃ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ		ছুটি	১৯৬৭
তোমার ভুবনে তুমি আলোর প্রভাত এনেছ	গোপেন মল্লিক	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	N77126	তিন অধ্যায়	১৯৬৮
সুর ঝরা এই নিশি রাত	গোপেন মল্লিক	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	N77126	তিন অধ্যায়	১৯৬৮
শ্মশানে মশানে ভোলা সহঃ সবিতাব্রত দত্ত	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N77123	শেষ থেকে শুরু	১৯৬৮
এই কথাটি মনে রেখ, তোমাদের	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	GE30714	চৌরঙ্গী	১৯৬৮
যাব না যাব না ফিরে	শৈলেন মুখোপাধ্যায়	শান্তি দাশগুপ্ত	GE30674	প্রতিদান	১৯৬৯
সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়	BOE1027	পরিণীতা	১৯৬৯
কুসুম দোলায় দোলে শ্যামরায় সহঃ কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE30706	পরিণীতা	১৯৬৯
রাত নিঝুম হোক না আঁধার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		আঁধার সূর্য	১৯৬৯

BANGLADARSHAN.COM

কালো					
নতুন আলোর গান আমরা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45AE4007	আঁধার সূর্য	১৯৬৯
আঁখি বলে চল, মন বলে কেন যেতে বল	গোপেন মল্লিক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE30710	সবরমতী	১৯৬৯
আলোর ঠিকানা চিনিয়ে দিলে তুমি বন্ধু আমি ধন্য হলাম	সুকুমার মিত্র	অমিতাভ নাহা	BOE1005	শপথ নিলাম	১৯৭০
সকালের আলো আঁধারের কালো	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত, শৈলেশ ঘোষ?	BOE105??	জীবন জিজ্ঞাসা	১৯৭১
সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া	ভূপেন হাজারিকা	অতুলপ্রসাদ	BOE1027	এখানে পিঞ্জর	১৯৭১
একা মোর গানের তরী	ভূপেন হাজারিকা	অতুলপ্রসাদ	BOE1027	এখানে পিঞ্জর	১৯৭১
মধুরাক্ষী আমি ভ্রমরী উন্মাদ মধুঋতু বসন্ত সহঃ অমর রায়	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	শচীন্দ্র ভট্টাচার্য		হরপার্বতী	১৯৭১
এ পথ শুধু এগিয়ে চলার সহঃ বিশ্বজিত	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	EMOE1007	প্রতিবাদ	১৯৭১
গিরিরাজ কন্যা উমা মেনকা নন্দিনী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		প্রথম বসন্ত	১৯৭১
নাচে ময়ুরী রাধা কুঞ্জ মাঝে	রবীন চট্টোপাধ্যায়??	প্রণব রায়	BOE1079	আলো আমার আলো	১৯৭২
কেমনে তরিব তারা ভাবি তাই দিন রজনী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত	BOE1016	অনিন্দিতা	১৯৭২
ম্যায় প্রীতম কে গুণ গাতি	রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	মীরার ভজন	SLH242	স্ত্রীর পত্র	১৯৭২
আমার ভুল ভেঙে গেছে	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	7EPE5001	উমনো ও ঝুমনো	১৯৭৩
গুলাবী গালে তোমার গোলাপ ফুলের লালি দেব	অনিল বাগচী	প্রণব রায়	EMOE1043	আমি সিরাজের বেগম	১৯৭৩
খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এল দেশে	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45N1107	বিন্দুর ছেলে	১৯৭৩
চলতি এ পথে বাবু একটু থেমে যাও সহঃ সলিল মিত্র	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	7EPE5022	দাবী	১৯৭৪
ও বিশাখা, দেখা কি তবে আর হবে না	বিজন পাল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	7EPE5014	আলো ও ছায়া	১৯৭৪
শ্রাবণ রাতে বারি ঝরে ঝর ঝর সহঃ শ্যামল মিত্র	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	EMOE1049	আলো আঁধারে	১৯৭৪
এল যে বনে ফাগুন বেলা	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	EMOE1049	আলো আঁধারে	১৯৭৪
কাহার লাগি এমন দিনে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	EMOE1049	আলো আঁধারে	১৯৭৪
চাঁদ বললে ভুল হয়, ফুল বললে ভুল হয়	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	7LPE2023	সুজাতা	১৯৭৪

BANGLARDHAN.COM

যদি সেই চৈত্রের ঝরাপাতা সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তরুণ মজুমদার		ঠগিনী	১৯৭৪
আমি একলা চলেছি এ ভবে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / কালীপদ সেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	7EPE5015	বিসর্জন	১৯৭৪
একদিন সেই রাজপুত্তুর অনেক অনেক দূর পক্ষীরাজে পাড়ি দিল	অজয় দাস	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	SLH240	সাধু যুধিষ্ঠিরের করচা	১৯৭৪
দখিন সমীরণ সাথে	আনন্দশঙ্কর	নজরুল	7EPE5023	অসময়	১৯৭৬
ভুলি কেমনে আজও যে মনে বেদনা সহঃ মান্না দে	আনন্দশঙ্কর	নজরুল	7EPE5023	অসময়	১৯৭৬
তোরা সব আমার ভাদুর রূপটি দেখে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45N1036	প্রতিমা	১৯৭৭
কোকিলা তোর ভাবখানা কি বল সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	7EPE5091	রজনী	১৯৭৮
তারিণী তারা আমি ত্রিভুবনে বিরাজিব	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	সুনীল বরণ	7EPE5089	জয় মা তারা	১৯৭৮
সবুজ ঘাসের বনে নাচে গো আনমনে গঙ্গাফড়িং	রঘুনাথ দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		সাত ভাই চম্পা	১৯৭৮
কোনখানে সই সহঃ বনশ্রী	রঘুনাথ দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	2428-5012	সাত ভাই চম্পা	১৯৭৮
মন যেতে চায়	রঘুনাথ দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	2428-5012	সাত ভাই চম্পা	১৯৭৮
ও দয়াল --- সহঃ মান্না দে	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	23283504A	গোলাপ বউ	১৯৭৮
এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সহঃ আরতি মুখো	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	7LPE2055	হীরে মাণিক	১৯৭৯
আজ আমাদের যাত্রা শুরু সহঃ আরতি মুখো	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	7LPE2055	হীরে মাণিক	১৯৭৯
না পোড়াইয়ো রাধা অঙ্গ	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত	2626-7001	যত মত তত পথ	১৯৭৯
চাঁদের আলোর প্রাসাদ থেকে	অধীর বাগচী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GRE1008	বড় ভাই	১৯৮০
পুরুষ যে তোর পরশপাথর তোকে ছুঁয়েছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	7EPE2091	কপালকুণ্ডলা	১৯৮১
অন্তর্যামী তুমি তো জান কত শঙ্কায়	দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		শঠে শাঠ্যং	১৯৮২
ও রাধে -------	নিখিল চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	2391404	গোধূলি লগনে	১৯৮৩
ও টিয়া তোরে করব যতন মনের মতন	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জিত দে		এক সাথে	১৯৮৪?
এই মন রাজহংসী প্রেমের এই গহীন গাঙে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রঞ্জিত দে		এক সাথে	১৯৮৪?

এই পথে নিতি কর গতাগতি নূপুরের ধ্বনি শুনি সহঃ কে?					
এক বাত কহুঁ তুমসে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	ভরত ব্যাস	N52778	সাহারা (হিন্দী)	১৯৫৮

BANGODARSHAN.COM